কুষ্টিয়ার মিরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় দাউদ কবিরাজ (৭১) নামে একজন বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

আজ বুধবার (১৪ আগস্ট) সকালে মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের নওদা শিমুলিয়া গ্রামে হত্যাকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে। নিহত বৃদ্ধ একই গ্রামের মৃত ভিকু কবিরাজের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষ ওহিদুল কবিরাজের নেতৃত্বে ইলেন কবিরাজ, হাবিদুল কবিরাজসহ ১০/১২ জন দাউদ কবিরাজকে বেধড়ক মারপিট ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে। হামলায় দাউদ কবিরাজ গুরুতর আহত হলে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দাউদ কবিরাজকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরে নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে পুলিশ।

এ বিষয়ে মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ হত্যার ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ মামলা করেনি। মামলা করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অপরদিকে মঙ্গলবার সকালের দিকে কুষ্টিয়া-ভেড়ামারা মহাসড়কে মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়নের রানাখড়িয়া বালুঘাটের সম্মুখে থেকে এক অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়দের দেওয়া খবরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অজ্ঞাত ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতর পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি। তবে তার শরীরে বেশ কয়েক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

তালবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া-ভেড়ামারা মহাসড়কে রানাখড়িয়া বালুঘাটের সম্মুখে সম্ভবত সোমবার রাতে কে বা কারা এই যুবককে হত্যা করে মরদেহ ফেলে

যায়। এখন পর্যন্ত ব্যক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।

মিরপুর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১০

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে দু-পক্ষের সৃষ্ঠ সংঘর্ষে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকসহ উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হয়েছেন।আহতদের মধ্যে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার রয়েছেন।

অন্যান্য আহতরা হলেন, সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের আজিজুর রহমানের ছেলে ফুরকান, নাসির উদ্দিনের ছেলে নাহিদুজ্জামান রাসেল, কামরুল ইসলামের ছেলে আবুল কালাম, আবুল কালামের ছেলে লিজন, মৃত রিয়াজউদ্দিনের ছেলে বদর উদ্দিন, এবং তার ভাই সবদুল ইসলাম।

আজ সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) সকালের দিকে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতদের মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় বিরোধপূর্ণ জমিতে কালিগাংনী গ্রামের বদরুদ্দিনের নেতৃত্বে তার লোকজন চাষ করতে যান। এ সময় কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার বাধা দেন।

এসময় বাবুল আক্তার ও বদর উদ্দিনের মধ্যে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপের লোকজন দেশীয় অস্ত্র লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্ততপক্ষে ১০ জন আহত হন।

আহতদের মধ্যে ৭ জনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি

ফিরেছেন। এ ঘটনায় উভয়পক্ষই মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

গাংনীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধ, একই পরিবারের তিনজনকে পিটিয়ে আহত

গাংনীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে একই পরিবারের নারীসহ ৩ ব্যক্তিকে পিটিয়ে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা।

আহতরা হলেন, গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ পাড়ার বাসিন্দা জিয়া
(৪৫) তার স্ত্রী মাহিনুর খাতুন (৩৮) ও ছেলে বায়োজিদ হোসেন (১৭)।

মাহিনুর খাতুন ও তার ছেলে বায়োজিদ হোসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছে জিয়া।

জানা গেছে, ৪৬ শতক জমি নিয়ে জিয়া ও শিশিরপাড়া গ্রামের মুন্নাফ হোসেনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ হাইকোর্টে মামলা চলছে। জমিটি দখল নিতে মুন্নাফ ও সুরাত আলীর নেতৃত্বে তাদের লোকজন গত শুক্রবার সকালের দিকে তাদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে মারপিট করে।

এঘটনায় গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানান ভ’ক্তভোগী জিয়া।

গাংনীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধে চাচাতো ভাইয়ের হাতে ভ্যানচালক খুন

মেহেরপুরের গাংনীতে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আব্দুল আলীম
(৫০) নামের এক ভ্যান চালককে উপর্যপুরি কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন।

শুক্রবার (২৮এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মোহম্মদপুর গ্রামের পূর্বপাড়া মাঠে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল আলীম ঐ গ্রামের পশ্চিম পাড়ার আব্দুল গণির ছেলে। নিহতের চাচাকে হামলা কারিদের হাত থেকে বাঁচাতে আব্দুল আলীম খুন হয়েছে বলে দাবী পরিবারের।

নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শরিকানা জমি ভাগাভাগি নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। নিহতের অংশ বিক্রি হয়ে গেলেও গতকাল বৃহষ্পতিবার শরিকদের মধ্যে জমি ভাগ হয়। আজ সকালে জমিতে গেলে আগে থেকে প্রস্তুত প্রতিপক্ষ জমির বর্তমান মালিক ও নিহতের চাচা একই এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে খলিলুর রহমানের ওপর হামলা করলে, নিহত আব্দুল আলিম বাঁধা দিলে তাকে দেশিয় অস্ত্র (ফলা, হাতুড়ি, লোহার রড ও হাসুয়া) দিয়ে উপর্যপুরি কুপিয়ে ঘটনা স্থলেই মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যায়। এসময় আশপাশের মাঠের লোকজন ছুটে এসে আহত খলিলুর রহমানকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

নিহত আব্দুল আলীমের স্ত্রী মানিয়ারা জানান, আমাদের জমির অংশ অনেক আগেই বিক্রি করে দিয়েছি। আমার স্বামীর সাথে কারও বিরোধ নেই। আমার চাচা শশুর খলিলুর রহমান আজ আবার নতুন করে জমি ভাগাভাগি করছিল। এসময় আমার আর এক চাচা শশুর আব্দুল কাদেরের ছেলে আব্দুর হান্নান, সাহাদত ও বান্টু ও তার ছেলেরা খলিলুর রহমানের ওপর হামলা করে। এসময় তাকে বাঁচাতে গেলে রাগান্বিত হয়ে হামলাকারিরা আমার স্বামীকেই খুন করে পালিয়ে যায়।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে একটি হত্যার ঘটনা ঘটেছে সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয় লোকজনের সাথে